বাংলাদেশ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল ২০০৫

আহা! আমার বাংলাদেশ

দেশের মানুষকে দেশ দেখানো- স্লোগানের আভা ছড়িয়ে আছে ফেস্টিভ্যালের পুরো ক্যানভাস জুড়ে। চারদিকে ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি। চলছে বায়োস্কোপ, চলছে বানর নৃত্য। নাগরদোলা দুলছে, ঘোড়ার গাড়ি ঘুরছে। কনসার্ট-শুটিং-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পিঠা-পায়েসের ধুম। হাজার হাজার মানুষে সরগরম। সবাই দেখছে প্রাকৃতিক নিসর্গের লীলাভূমি। হাতের মুঠোয় বাংলাদেশ এসব নিয়েই...লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয় ও মারুফ রনি**

০২.০৩-০৫
সকাল ১০.০০

হাতছানি দেয় বাংলাদেশ
ভালোবাসার এই আবেশ
চোখ জুড়ানো রূপেরই মেলা

ঢুকতেই কানে বাজলো এই গান। বাংলাদেশে শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে ২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল ২০০৫। বাতাসে ভেসে বেড়ানো গানটি এই উৎসবের থিম সংগীত। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করেছে যুবক ট্যুরিজম লিমিটেড। সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের আজ ৬ষ্ঠ দিন।

সকাল ১১.০০

গেট খুলে দেয়া হলো। সুড় সুড় করে ঢুকে পড়লাম। ঢুকতেই সুন্দরবন। বাঘ-হরিণ উঁকি দিয়ে আছে। একটু ঘাবড়ে গেলাম। সুন্দরবনে বকুল গাছ দেখে একটু অবাক হলাম। পরে অবশ্য জেনেছি এটা তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুতি নেয়ার ফল। সুন্দরী, কেওড়া, গোল পাতা, সরু বাঁশ গাছ, বাইন গাছ সবই আছে। গলদা, বাগদা, চাকা চিংড়ি দেখে মনে হলো সাতক্ষীরা-বাগেরহাটে আছি। হাঁটছি, দেখছি আর অবাক হচ্ছি। তাঁতের গামছা, তাঁত শিল্প, লালন মাজার, রবিঠাকুরের কুঠিবাড়ি দেখার পর কাউকে বলে দিতে হয় না আমরা কুষ্টিয়ায় আছি। এরপরে চোখে পড়লো 'আউট অব ফোকাস'- এখানে ২০ টাকায় যেমন ইচ্ছে ছবি তোলা যায়। কিন্তু কাউকে দেখছি না। এগিয়ে চললাম। খেজুরের পাটালী, ঝোলাগুড়, জামতলার মিষ্টি, ঘি দেখেই চেনা গেলো যশোর। প্যাভিলিয়নের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম বাড়ি খুলনায় কি না? হেসে উত্তর দিল, 'চাকরি করি খুলনায়, বাড়ি ভোলা'।

দুপুর ১২.০০

ওরে নীল দরিয়া
আমায় দেরে দে ছাড়িয়া

রাখালিয়া বাঁশির সুরে গানের কথাগুলো স্পষ্ট। বাঁশিতে যেন মন্ত্রের ছোঁয়া, মুগ্ধতার আবেশ। শুরু হলো আমাদের রাজশাহী ভ্রমণ। যমুনা সেতু থেকে শুরু। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, নাটোর, দিনাজপুর হয়ে পঞ্চগড় পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। নবাববাড়ীর হুক্কা যেন ধোঁয়া ছাড়ছে। মহাস্থানগড় মনে হলো জীবন্ত। লোভ সামলাতে না পেরে কিনে ফেললাম কাঁচা গোল্লা। প্রদর্শনীর জন্য তোলা হলেও প্রতিদিনই বিক্রি করতে হচ্ছে নানা জিনিস। রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জে থম্‌কে দাঁড়াতে হলো। সারি সারি গাছে কাঁড়ি কাঁড়ি আম। কোনটা রেখে কোনটা খাব। এরপর দিনাজপুরের লিচু। মনে হয় এ বৈশাখ মাসে ছুটে যাই আম, লিচুর দেশে। নয়নাভিরাম

বাংলাদেশ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল ২০০৫

Aci¦c mv‡R †m‡RwQj c‡iv †dw÷f¨vj GjvKv

c‡Z¨KwU wefv‡Mi wQj Avjv`v Avjv`v c¨vfvwjqb

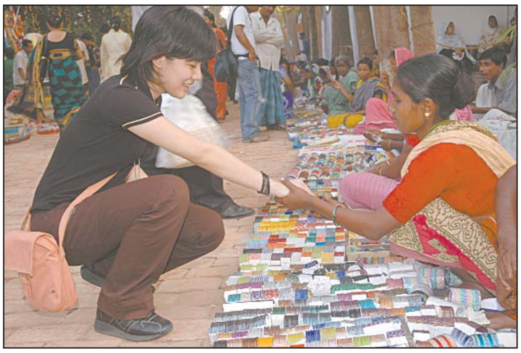

c`kbx‡Z AvMZ Rvcvbx Zi“Yx Pwo co‡Qb

কান্তজীর মন্দির, পাহাড়পুর, সোনা মসজিদ সবই যেন বাংলার ঐতিহ্যের ধারক।

১২:৪৫

ব্যস্ত শহরে, ঠাস বুনোটের ভিড়ে
আজও কিছু মানুষ স্বপ্ন খুঁজে ফেরে

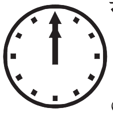

রাজধানীতে চলে এলাম। সবার চোখে-মুখেই স্বপ্নের ছায়া। দেশকে গড়ার নির্মাণ চলে এখানে। আধুনিক প্রযুক্তি আর উন্নত সভ্যতার ছোঁয়া লেগে আছে। এরই মাঝে বিভিন্ন স্থানে উঁকি দিচ্ছে আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, বলধা গার্ডেন, ছোট কাটরা, বড় কাটরার মতো ঐতিহ্যের নিদর্শন। মিরপুরে তাঁতিরা তৈরি করছে বেনারসি শাড়ি। মিরপুরের কাতান ও জামদানির রয়েছে জগৎজোড়া খ্যাতি। এই ঢাকায় রয়েছে হারিয়ে যাওয়া মসলিনের স্মৃতি। টাঙ্গাইলের তাঁতিরা বুনে চলছে তাদের শিল্প। শিল্পীর নিপুণ হাতের কাজ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। পুরো ঢাকাতেই দেখছি সবাই ছোটাছুটি করছে। কংক্রিটের এই শহরে সবাই যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চায়। ঢাকাবাসীর হৃদয়ের গানটি যেন বেজে ওঠে, ‘একদিন ছুটি হবে অনেক দূরে যাব, নীল আকাশে-সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাব।’ তাড়াতাড়ি ছুটে চললাম ঈশা খাঁর সোনারগাঁ, অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো শরীরের ভেতরে।

১.৩০

ধান-নদী-খাল
এই তিনে বরিশাল

চারদিকে জমজমাট আয়োজন। আজ বরিশাল দিবস। সবাই ছুটে আসছে বরিশালের দিকে। সুপারি কাটার শর্তা (যাঁতা), পানের বাটা, হুক্কা, ডাব, পালকি, জলচৌকি, বরিশালের ঐতিহ্যবাহী পিঠা, মিডা কুমার (মিষ্টি কুমড়া), ঢেঁকি, মাছ ধরার জাহি জাল- সব মিলিয়ে পুরো বরিশালের চিত্র। নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ বরিশালের যাতায়াতের প্রতীক। চোখে পড়ছে খড়ের ঘর। ঐ দিকে সমুদ্র ডাকছে হাতছানি দিয়ে। কুয়াকাটার নান্দনিক সৌন্দর্য টের পেলাম। দেখলাম ফাত্রার বন। আদিবাসী রাখাইনদের জীবনযাপন। সোলার মোবাইল চার্জার, সোলার ওয়াটার হিটার, সৌরচুল্লি পটুয়াখালীর গবেষণাকর্ম। বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, নারিকেল-সুপারি বাগান, রাখালিয়া বাঁশির সুর মনে করিয়ে দেয় ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা’। নদী-সাগরে ঘেরা দ্বীপ- জেলা ভোলা বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্যের ধারক হয়ে আছে। বরিশালের চাকলায় শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক জাদুঘর। এছাড়াও এখানে জন্মেছেন কবি সুফিয়া কামাল, আরজ আলী মাতুব্বরের মতো জ্ঞানীগুণীরা। বরিশালের বিখ্যাত আমড়া, স্বরূপকাঠির হব্‌রী পেয়ারা জিভে রস নামিয়ে আনে। মানকচু দেখে স্বাদ টের পাই ইলিশ মাছের তরকারির, তাজা তাজা মাছ ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়।

২.১৫

আমরা হক্কল সিলটি ভাই
আমরা হক্কল সিলটি

চলে এসেছি পাহাড়ঘেরা চা বাগানের শহর সিলেট। যেদিকে তাকাই অবাক হই। প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি। জাফলং-এর পাহাড়ি নিসর্গ কিংবা মাধবকুন্ড জলপ্রপাত সবকিছুই নৈসর্গিক। ভোলাগঞ্জের পাহাড় বেয়ে পাথর পড়ার দৃশ্য, শ্রীপুর-হরিপুরের গ্যাস খনি, হাছন রাজার গ্রাম, শাহজালাল-শাহপরানের মাজার। ছবি যেন কথা বলে- জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের পর্দায়। চা পাতায় হাত দিয়েই চা পানের তৃপ্তি পাই। মণিপুরী পল্লী জুড়ে আদিবাসীদের জীবনবৈচিত্র্য সংস্কৃতির আবেশ টের পাওয়া যায়। সুগন্ধি কামরাঙা, চালতা, পাতিলেবু, ছাতকের কমলা, সাতকড়া, বিন্নি চাল। পাহাড়ের ঢালে থরে থরে উৎপাদিত তেলেঙ্গা আনারস খাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে, কিছুতেই রাজি হয় না কর্তৃপক্ষ। আলাপ হয় হবিগঞ্জের ফকরুদ্দিন রাজীবের সঙ্গে। প্রদর্শনীর পাশাপাশি অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছে বলে জানায় সে। সিলেট বিভাগে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ দেখে কিছুটা অবাক হই। জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম, বিভাগগুলো ভাগ করা হয়েছে ‘যুবক’-এর জোনাল বিভাগ অনুসারে। এটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর হলেও যুবকের স্বেচ্ছাসেবীরা সবাইকে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছে বিষয়টি।

৩.০০

গ্রামছাড়া এই রাঙামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে

পাহাড়ি রাস্তা, আঁকা-বাঁকা পথঘাট নিয়ে চট্টগ্রাম। লালমাই পাহাড়ের মাটি, মৃৎশিল্পের জন্য পোড়া সন্দেশ, আদি ও খাদি খদ্দর কাপড়, রসমালাই এসবই কুমিল্লার দান। ঝুলন্ত সেতু দিয়ে যেন চলে এলাম রাঙামাটি। এরপর বান্দরবানের লামা পাহাড়। আবার কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা। পাহাড়ে বকুল গাছ! চট্টগ্রামের নাজিমুদ্দিন চৌধুরীকে প্রশ্ন করতেই সীমাবদ্ধতার কথা জানা গেল। সময়স্বল্পতার জন্য অনেক কিছু করতে পারেনি তারা। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। গ্রামীণ কাপড়, আদিবাসী সংস্কৃতির চিত্র, পাহাড়িদের মাছ ধরার খাড়ু, পানি টানা থুরুং, খিয়ানদের লুঙ্গি, ব্লাউজ, শুঁটকি, লোনা ইলিশসহ কত কিছু। বান্দরবানের হাতিও দেখতে পেলাম। কক্সবাজার ও রামুর বৌদ্ধমঠ, মাথিনের কূপ সবকিছুই ফুটে উঠেছে। পৃথিবীখ্যাত কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত কাছে টানে নিবিড়ভাবে। বাইরে অন্যান্য আয়োজনে উৎসবের আমেজ লেগেছে। মুহূর্তেই যেন বাংলাদেশ ঘুরে এসেছি। সত্যিই বেশ জমেছে। দেশের মানুষকে দেশ দেখানো।

৩.৪৫

শুরু হয়ে গেছে আকর্ষণীয় পিঠা প্রতিযোগিতা। নানা অঞ্চলের নানা ধরনের পিঠা সামনে নিয়ে প্রতিযোগীরা দাঁড়িয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এসেছেন। চিতাই, চিতুই, পুলি, ভাপা, রসভরা, পায়েস ইত্যাদি কত ধরনের পিঠা। কেউ কেউ আবার পিঠার ডিজাইন করেছেন মোবাইল, টেলিভিশনের মতো করে। সাজিয়েছেন নানা আঙ্গিকে।

৪.০০

ঢুকলাম বায়োস্কোপ দেখতে। ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় চলছে বায়োস্কোপ। হলরুম ভর্তি দর্শক। শুরু হয়ে গেলো। রাজশাহীর জমিদার বাড়ি, ভোলাগঞ্জের ধলাইনদী, তিন তক্তার নৌকা, ত্রিপুরা পাহাড় থেকে পাথর আহরণ, খেজুরের গুড় তৈরি প্রণালী, দুরন্ত পদ্মা, মহেশখালী দ্বীপ, ফাত্রার বন, সুন্দরবন, নৈসর্গিক রাঙামাটি। একে একে পুরো বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা দেখানো হলো। পুরো হলরুমের দর্শক চুপচাপ বসে দেশ দেখছে, দেশের সৌন্দর্য দেখছে।

৫.০০

নানারকম চিৎকার, চেঁচামেচি নিয়ে ঘুরছে

নাগরদোলা। পাশেই টগবগিয়ে ঘোড়া নাচাচ্ছে শিশু-কিশোররা। আর দুটো বানর নিয়ে চমকপ্রদ খেলা দেখাচ্ছে একজন। চারপাশে শোরগোল। ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। অডিটোরিয়ামে ঢোকার লাইন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য।

৫.৩০

মেহেদি আলপনায় হাত রাঙানো। বিনা পয়সায় এ কর্মসূচি নিয়েছে এলিট কসমেটিকস্। তরুণীদের বেশ ভিড় এখানে। দু'একজন তরুণও নিচ্ছে মেহেদি। দু'জন সুন্দরী একের পর এক সবার হাতেই এঁকে দিচ্ছে আলপনা।

৬.০০

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল কমিটি ছাড়া আরো বেশ কিছু ট্যুরিজম কোম্পানি স্টল নিয়েছে। অনেকেই এখানে বসে প্যাকেজ ট্যুরের যাত্রী ঠিক করছেন। জানাচ্ছেন তাদের কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্যাকেজ সম্পর্কে। ডিজিটাল স্ক্রিনে দেখাচ্ছেন বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্য। কেউ কেউ ভিড় করে দেখছে গরুর লড়াই।

৬.৩০

অডিটোরিয়াম ভরে গেছে দর্শকে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দরজা। বাইরে তিন জায়গায় প্রজেক্টর বসানো হয়েছে। সবাই রাস্তার ওপর বসে অনুষ্ঠান দেখছে। প্রথমেই থিম সংগীত। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বাপ্পা মজুমদার ও ফাহমিদা নবীর পরিবেশনা। চিত্রায়ণে পুরো বাংলার প্রকৃতি। যুবক-এর চেয়ারম্যান হোসাইন আল মাসুম আমাদের বিশেষ ব্যবস্থায় অডিটোরিয়ামে নিয়ে গেলেন। অডিটোরিয়াম কানায় কানায় পরিপূর্ণ। চেয়ার ছাড়াও অনেকে বসে রয়েছে ফ্লোরে। পেছনে বসেছে রাখাইন তরুণীরা। একজন ভাব জমিয়ে ফেললো এক তরুণীর সঙ্গে। বরিশালের আঞ্চলিক পরিবেশনা শুরু হলো। আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপনা। রাখাইনদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হলো কুয়াকাটার বনজঙ্গলে বাঘের সঙ্গে লড়াই। রাখাইন নৃত্যসহ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনা মাতিয়ে রাখলো সবাইকে।

m›`ie‡b DwK w`‡q Av‡Q i‡qj †e½j UvBMvi

†LvkM‡í gM heK U¨wiRg wjt-Gi †Pqvig¨vb †nvmvBb Avj gvmg (ev‡g) Ges chUb K‡cv‡ik‡bi †Pqvig¨vb W. gvneei ingvb (Wv‡b)

wcVv cwZ‡hwMZvi RgRgvU Av‡qvRb

৮.০০

বাইরে ভিড় যেন বেড়েই চলছে। হাঁটার মতো অবস্থা নেই। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। ফেস্টিভ্যাল কমিটির স্টলের সামনে গিয়ে দেখা হলো যুবক-এর চেয়ারম্যান এবং ফেস্টিভ্যাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হোসাইন আল মাসুমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'এ ধরনের ফেস্টিভ্যাল বেশি আকৃষ্ট করে মিডিয়াকে আর মিডিয়া ছড়িয়ে দেয় সবখানে। মিডিয়া ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না, আমরা মিডিয়াকে আকৃষ্ট করতে পেরেছি। তাছাড়া ব্যাপক লোক সমাগমও ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ আয়োজন অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা ৬০টি ডকুমেন্টারি দেখিয়েছি। ভবিষ্যতে আরো দেখাবো।' প্রদর্শনীর বিভিন্ন সমস্যা, অগোছালো ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা প্রথমবার করছি কিছু ভুল হতেই পারে। সামনে আরো ভালোভালো আয়োজনের আশা রাখি। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক কিছু করতে পারেনি। অনেক বড় ক্যানভাসে করতে চেয়েছিলাম। চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র এবং জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড চেয়ে না পাওয়ায় শিশু একাডেমীতে আয়োজন করেছি।' এ সময় আরো কথা হয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে। আয়োজনের সার্থকতায় তিনি বেশ উৎফুল্ল। যুবককে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং এ রকম আয়োজন ধরে রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। ফেস্টিভ্যালের প্রধান সমন্বয়কারী লোকমান হোসেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৯.০০

পিঠা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা হবে। উৎসুক প্রতিযোগীরা ভিড় জমিয়েছে। শত শত প্রতিযোগী থেকে মাত্র ১০ জনকে দেয়া হবে পুরস্কার। ৫ হাজার টাকা এবং সনদপত্র। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করতালি শুরু হয়ে গেলো। প্রথমেই বরিশাল থেকে আসা আনোয়ার। পুরস্কার তুলে দিলেন পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীরা সবাই খুশিতে উদ্বেল। কথা হয়, বরিশালের প্রতিযোগী সুরাইয়ার সঙ্গে। খুশিতে কেঁদে ফেললেন প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সুরাইয়া। এক বিদেশিনী জানায়, 'খুব সুন্দর লেগেছে। আমি বাংলাদেশ ঘুরে দেখবো। বাংলাদেশ অনেক সুন্দর।' বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ইশারা-কিরণ একযোগে বললো, 'আমাদের হানিমুন করবো দেশ ঘুরে।' ঢাকা কলেজের ছাত্র কনক বড়ুয়া বলেন, 'আমি দেশের অনেক জায়গা ঘুরেছি কিন্তু এখানে পুরো বাংলাদেশ দেখতে পেয়ে সত্যি ভালো লেগেছে।'

১০.০০

টাইম হইলে যাইতে হবে
যাওয়া ছাড়া নাই উপায়

এই গান যেন অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করলো। ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে সবাই। প্যাভিলিয়নের আলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রজেক্টরে কোনো ছায়া দেখা যাচ্ছে না। আমরাও বের হয়ে এলাম। কেউ কোনো কথা বলছে না। হঠাৎ সবাই চুপ মেরে গেলো। মনের মাঝে একটা স্বপ্ন ঘুরে ফিরে আসছে। ঘুরে দেখতে হবে নিজের দেশ। আমার বাংলাদেশ।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**